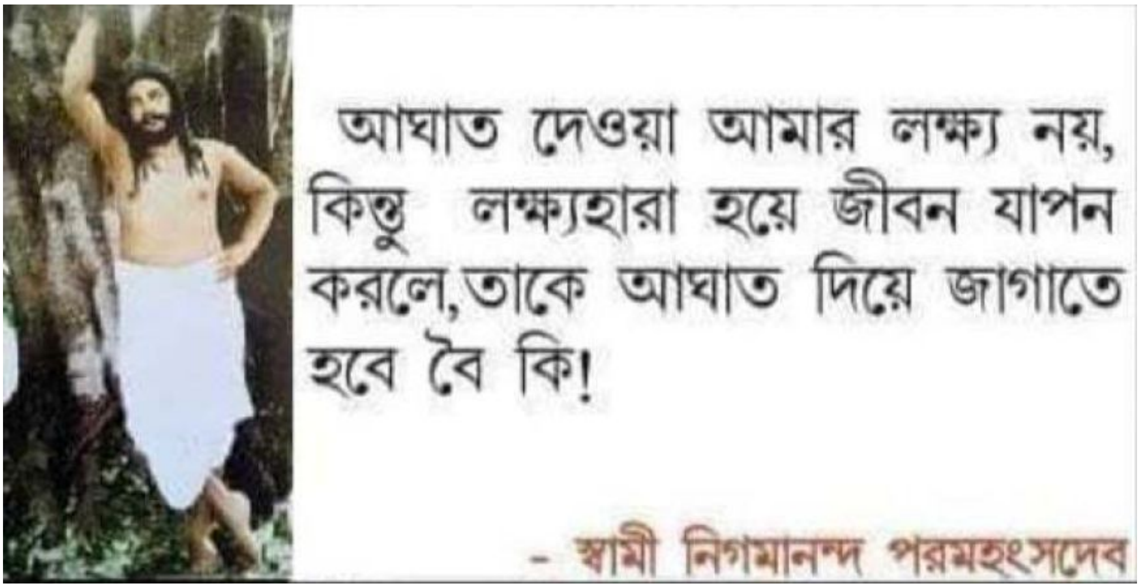

উপদেশ

কেবল শাস্ত্রপাঠে বা উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। বিশেষতঃ বর্তমান কালের শিক্ষায় তত্ত্বজ্ঞান দূরে থাক নীতিজ্ঞান পর্যন্ত বিকশিত হয় না। শিক্ষিত ব্যক্তি শিক্ষার অভিমান বহন করেন মাত্র, শিক্ষার প্রকৃত ফল প্রাপ্ত হন না। যে ব্যক্তি 'পিতা-মাতা পরম গুরু' এই কথা ভুলিয়া মূর্খ পিতাকে বন্ধুসমাজে বাটীর চাকর বলিতে লজ্জাবোধ করেনা, অশৌচান্তে যাহারা চুল দাড়ি কামাইতে নরক যন্ত্রনা ভোগ করে, ছাগের ন্যায় সম্পর্ক বিচার না করিয়া যাহারা পরস্ত্রীগমন করে, ভিক্ষুককে এক মুষ্টি ভিক্ষার পরিবর্তে যাহারা অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা দেয়, নিরন্ন কৃষককে আপন স্বার্থের জন্য যাহারা মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত করায়, বিচারাসনে বসিয়া যাহারা পদোন্নতির জন্য নির্দোষীকে দণ্ডিত করে, ভোগসুখকেই জীবনের একমাত্র কর্তব্য স্থির করিয়া যাহারা আপন বিধবা মাতার, কন্যার বা ভগিনীর পুরুষান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা করে; যাহারা পশুর ন্যায় রিপুর অধীন হইয়া কার্য করে; যাহারা পরকাল, জন্মান্তর, কর্মফল, দেবতা, ঈশ্বর ও গুরু স্বীকার করে না; হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা, পরদোষচর্চা ও মিথ্যাবাক্য যাদের নিত্য কার্য তাহাদিগকে মনুষ্য গর্ভজাত গর্দভ ভিন্ন কে শিক্ষিত শব্দে অভিহিত করিবে?

অস্পৃশ্য কুক্কুট মাংস ব্যতীত যাহার স্বাস্থ্যোন্নতি হয় না, পিতা-মাতার পদে যাহার মস্তক অবনত হয় না, পেনশন না পাইলে যাহার প্রস্রাবের জল ব্যবহারের সুবিধা হয় না, চিকেন ব্রথ ভিন্ন গব্যঘৃতে যাহার তৃপ্তি হয় না,বিলাতি ঘাস ভিন্ন যুঁইবেলীতে যাহার বাগানের শোভা হয় না,পরপুরুষের সহিত নিজ কুলবধূকে আমোদ করিতে না দেখিলে যাহার স্ফূর্তি হয় না, পূর্বপুরুষগণকে অসভ্য কৃষক না বলিলে যাহার বিজ্ঞতা প্রকাশ পায় না,তাহার শিক্ষাকে কোন্ নির্লজ্জ শিক্ষা শব্দে অভিহিত করিবে?

জিতেন্দ্রিয়, সত্যবাদী, পরোপকারী, দেব-দ্বিজ-গুরুভক্ত, স্বধর্মানুরাগী, বিনয়ী, সরল-বিশ্বাসী ব্যক্তি অসভ্য অশিক্ষিত হলেও আমরা তাকে উচ্চকন্ঠে "পন্ডিত"

বলযি়া ঘোষণা করবি। অসাম্প্রদায়কি সার্বভৌম গুরু***সমন্বয়াচার্য্য জগদগুরু পরাবর ব্রহ্মবদি বরষি্ঠ ***সদগুরু ঠাকুর শ্রী শ্রী ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী নগিমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদবে পরবি্রাজকাচার্য্য।
****
কর্মক্ষত্রে
জগৎ কর্মপ্রযি়। জগতে বাস করতিে হইলে কর্ম-পরাঙ্মুখ হইলে চলবিে না। তাহা হইলে জগতরে অপ্রয়ি হইতে হইবে। সুতরাং তুমি অন্তরে আপনাকে সম্যক্ নঃিসঙ্গ ও নষি্ক্রযি় বোধ করবিে এবং বাহরিে কর্মতৎপরতা দখোইয়া জগৎকে সন্তুষ্ট করবিে। যাহারা বহর্িমুখ তাহারা তোমার অন্তররে কথা বুঝবিওে না এবং তাহাদগিকে উহা বুঝাইবার প্রয়োজনও নাই। ....নগিম-সূত্র
****
" আজ একটু সাত্বকিভাব এল , কন্িতু কালই দখেবে কোথা থকেে তোমার ভতের দুরন্ত কামনার আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠছে । কাজইে খুব সাবধান হয়ে তলি তলি করে নজিকেে, নজিরে অব্যক্ত সংস্কারকে যাচাই করে নতিে হয় । আবর্জনা একদনিে পুড়ে ছাই হবে না । রোজ রোজ তাতে আগুন লাগাতে হবে। তারপর চত্িত বি-- রজঃ হবে , আর শুদ্ধচত্িত হলইে দখেবে ভগবানরে কৃপা আপনহিে তোমার উপর বর্ষতি হচ্ছে । " ---------------- শ্রীশ্রীঠাকুর ।।
****
তত্ত্বজ্ঞানী ব্রহ্মবদি্ সন্ন্যাসী সদ্গুরুর সবো-পরচির্যা ও তুষ্টি বধিান দ্বারা বদ্ধ জীব সন্ন্যাস সাধনায় অপকে্ষাকৃত সহজে সদ্িধলিাভ করতে পার,ে ইহা যে আমার নজি কল্পতি নতুন কোন পন্থা নয় তাহাও জানালাম।.............শ্রীশ্রীঠাকুর নগিমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদবে

****
মানুষ বড় অহঙ্কারী, তাহার আপন ছাঁচে জগৎটাকে তুলনা কর,ে তাই না বুঝয়িা সাধারণ লোকরে তো দূররে কথা, সাধু-মহাপুরুষদগিরে কার্যরেও দোষ ধরয়িা থাকে ।তাহারা একবার চন্িতা করয়িা দখেে না য,ে তাহাদরে বদি্যাবুদ্ধরি দৌড় কত দূর ! যে নজিকেে জানে না, অন্যরে চরত্রি কি কার্যরে দোষ ধরতিে যাওয়া তাহার পক্ষে ধৃষ্টতা নয় কি ? -----নগিমানন্দ পরমহংসদবে।।
****
মহাপুরুষদগিরে কাম ও ক্রোধ :
ছাত্র- সাধু মহাপুরুষদগিরে 'ক্রোধ' হইলে কি তাঁহাদগিরে অধঃপতন হয় না?
ঠাকুর - সাধু মহাপুরুষদগিরে যে ক্রোধ হইয়া থাক,ে তাহা জগতরে মঙ্গলরে জন্য; তাহাতে তাঁহাদগিরে পতন হয় না।
ছাত্র- ইন্দ্রয়িরে ত উত্তজেনা হয়?
ঠাকুর- ইন্দ্রয়িরে উত্তজেনা হইলইে যে পতন হইব,ে তার কোন মানে নাই। জগতে যে যে মহাপুরুষরে এরূপ ইন্দ্রয়িরে উত্তজেনা বা ক্রোধ হইয়াছলি, তাঁহাদরে প্রত্যকেরে দ্বারাই জগতরে প্রভূত মঙ্গল সাধতি হইয়াছে। ইন্দ্রয়িরে উত্তজেনা

হওয়ায় বাহ্যত পরাশরের পতন হইয়াছিল বলিতে পার। কিন্তু পরাশরের এরূপ পতন না হইলে আমরা বেদব্যাসকে পাইতাম না। সে সময় হিন্দু ধর্ম্মের শাস্ত্র প্রণয়নের জন্য বেদব্যাসের মত মহাপুরুষের প্রয়োজন হইয়াছিল। বেদব্যাসের মত মুনির জন্মগ্রহণের প্রয়োজন হইলে পরাশরের ন্যায় তেজসম্পন্ন সিদ্ধ মহাপুরুষের বীর্য্য ব্যতীত যার তার বীর্য্যে জন্মিতে পারেন না। তাই ভগবান্ পরাশরকে পতিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই পতনকে পরাশরের অধঃপতন বলিব না।

...........................সংগৃহীত।শ্রীশ্রীনিগমানন্দ কথামৃত।

****
****
****

বর্তমান বিপদে-আপদে অশান্তি-উদ্বেগে কিম্বা শোকে-দুঃখে তাঁর দয়াময় নামে যেন সন্দেহ না আসে। দৃঢ়তা ও ধৈর্য্যের সহিত তাঁহাতে নির্ভর করিলে একদিন অবশ্য তিনি সব ভার নেবেন অভাব দূর করিয়া দেবেন। বিশ্বাস হারাইও না, তাঁহাকে ভুলিও না তাঁহার নাম লইয়া পড়িয়া থাক । আমাতে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য আমার উপদেশে মত চলিবে । সাধনা থাকিলে সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী , ভগবান অবশ্য তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। সংগৃহীত। সদগুরু শ্রী শ্রী ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব।

****
****

পতিব্রতা ও সতী এক নয়। সৎ এর স্ত্রীলিঙ্গ সতী। সৎ অর্থে সাধু। যে যে গুণ থাকলে একজন পুরুষকে সাধু বলা যায় কোনও স্ত্রী লোকের মধ্যে সে সব গুণ দেখলেই তাকে সতী বলা যায়। সতী স্বামীর স্থূল দেহের প্রতি লক্ষ্য রাখেনা। সে তার স্বামীর ভিতরে ভগবানকে দেখতে অভ্যাস করে তাই সতীর মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। সদগুরু শ্রী শ্রী ১০৮ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব। সংগৃহীত।

****
****

২৯শে বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, সন ১৩৩৯ সাল। স্থান আসাম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, কোকিলা মুখ।
সদগুরু শ্রী শ্রী ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব।
২)। স্থান ঃ উত্তরবাংলা সারস্বত আশ্রম, বগুড়া
২৮শে কার্তিক, বুধবার ১৩৪১। কালকের মত আজও প্রশ্নোত্তরক্রমে নানা বিষয়ের আলোচনা চলতে লাগল।
শ্রোতৃমন্ডলী শ্রীশ্রীঠাকুরের মীমাংসা শুনে এমন পরিতৃপ্ত হয়েছেন যে, তাঁদের মধ্যে একজন বললেন দেখুন, আপনার মিমাংসাগুলি বড় চমৎকার। আপনি বলতেও পারেন ভাল। আমাদের ইচ্ছা, আপনি প্রকাশ্য সভায় আমাদের ধর্মমত এবং বর্তমান কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দিন। আপনার অনুমতি পেলে আমরা সভার আয়োজন করি। একথার উত্তরে ঠাকুর বললেন দেখ, আমি বক্তৃতা দেবার পক্ষপাতী নই। ভেতর থেকে তার প্রেরণা পাই না,বক্তৃতা দিলে যদি সমাজের কোন উপকার হত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তা দিতাম। আজ ৩০ বৎসর ধরে আমি আমার শিষ্যদের কত উপদেশ-বাণী ছড়াচ্ছি, হাতে কলমে সব দেখিয়ে দিচ্ছি, বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে তাদের জাগাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু তাও তেমন কিছু করে উঠতে পারলাম না। আর এক-আধ ঘন্টা Lecture দিলে কি হবে? তাতে কি ফল? বেশ তো, এই আমার কাছে

আজ কত উপদেশ শুনে গেলে, কত মীমাংসা পেয়ে গেলে, তার একটিও নিজের জীবনে ফুটিয়ে তোল না। উপদেশানুসারে চলে যদি তুমি শান্তি ও আনন্দ পাও, তাহলে দেখবে তোমার দেখাদেখি আর দশজন তোমার পথ অনুসরণ করবে, তাদের দেখাদেখি আর পঞ্চাশজন, এইভাবে দেশে জেগে উঠবে। Practical work চাই, সাধন চাই, বক্তৃতায় কিছু হবে না।

জ্ঞানেশ চন্দ্র দাস নামে একজন নবাগত সেবক দীক্ষা নেওয়ার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন□
" দেখ, আজকাল দীক্ষা আমি প্রথমেই দিতে চাই না। দীক্ষা হল সর্বশেষে কাজ। এর পূর্বে আধার বা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা চাই। উপযুক্ত ক্ষেত্রে দীক্ষার বীজ পড়লে শীঘ্র শীঘ্র সফলতার অঙ্কুর দেখা দেয়। অনুপযুক্ত ক্ষেত্রে অনেক সময় লাগে। তোমার অল্প বয়স। এখন গিয়ে পড়াশোনা কর, দেহ-মন-চিত্তকে বিশুদ্ধ-পবিত্র-বলিষ্ঠ করার জন্য নৈতিক আদেশ পালন করে চল। আর ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য পালনই হল আসল□চরিত্র-গঠনই মূখ্য সাধনা। কাজেই শাররিীক-মানসিক ব্রহ্মচর্য পালন করতে যত্নবান হও। দীক্ষা দিয়ে দেখেছি, আজকাল আর তেমন কিছু হচ্ছে না। তার কারন ক্ষেত্র প্রস্তুত নয়। তাই আমি আর আজকাল আগেই দীক্ষা দিতে চাই না। আগে প্রাথমিক নিয়ম-নীতি-আচার পালন করে ক্ষেত্র প্রস্তুত কর। এখানেও এমন অনেক সেবক আছে, যাদের প্রায় দুই আড়াই বৎসর হয়ে গেল□তবুও আমি দীক্ষা দেইনি। আগে চিত্ত স্থির হোক□তারপর উপযুক্ত সময় বুঝে যা দেবার তা আমি দেবে। আমাকে যদি বিশ্বাস কর□তাহলে আমি যা বললাম তদনুযায়ী গিয়ে চল।
□শ্রীশ্রীনিগমানন্দ-উপদেশামৃত
****
****
সিদ্ধপুরুষ মানেই সে মহাত্মা এই ভুল করোনা। সে কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে আগে সেটা জানো। ভূতসিদ্ধ,প্রেতসিদ্ধ,পিশাচসিদ্ধ,জিনসিদ্ধ,অপ্সরাসিদ্ধ, বেতাল সিদ্ধ,ভৈরব সিদ্ধ কিন্তু আত্মাসিদ্ধ হননি, এরকম প্রচুর Negative energyr সিদ্ধ সাধক আছে,এসমস্ত সিদ্ধ সাধকের থেকে দীক্ষা নিয়ে তুমি মুক্তিলাভ করতে পারবে না,বরং অধোগতি হবে।কারণ এঁরা নিজেরাই নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি।এঁরা কুকর্মই বেশি করে,নিজেদের অধোগতির পথ প্রশস্ত করে। তুমি সেই সিদ্ধপুরুষের থেকে দীক্ষা নেও যে আত্মাসিদ্ধ হয়েছেন অর্থাৎ যিনি আত্মা উপলব্ধি করেছেন।কথাটা মনে রেখো, সকল সিদ্ধপুরুষ মুক্তপুরুষ নন;কিন্তু সকল মুক্তপুরুষ অবশ্যই সিদ্ধপুরুষ।।

Published on: Apr, 21 2023 17:17